81421 - যে কারাবন্দীর সময় জানার সুযোগ নইে তার নামায ও রোজা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে কারাবন্দী মাটরি নীচে অন্ধকার সলেে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়ছে,ে নামাযরে সময় জানার তার কোন সুযোগ নইে, রমজান মাস কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে তার কাছে কোন তথ্য নইে সে কভিাবে নামায ও রোজা আদায় করবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে সকল মুসলমি বন্দীর আশু মুক্তরি ব্যবস্থা করদেনে, নজি করুণায় তাদরেকে ধরৈ্য-শক্তি ও সান্ত্বনা দান করনে, তাদরে অন্তরগুলোআত্মপ্রশান্তি ও একীনদয়িভেরেপুর করে দনে এবং মুসলমি উম্মাহকে সঠকি পথরে দশিাদনে যে পথে তাঁর প্রয়িভাজনগণ (আউলয়িাগণ) সম্মানতি হবনে এবং তাঁর শত্রুরা লাঞ্ছতি হব।ে

দুই:
আলমেগণ এই সদ্ধিান্তউেপনীত হয়ছেনে য,েআটক ও কারাবন্দী ব্যক্তি সালাত ও সয়িাম এর দায়ত্বি থকেে অব্যাহতি পাবে না। বরং তাদরে উপর ফরজ হল সময় নর্ধিারণে যথাসাধ্য চষ্টো করা। যদি নামাযরেসময় শুরু হয়ছেে মর্মপ্রেবল ধারণা হয়, তবে তনিসিালাত আদায় করে নবিনে। অনুরূপভাবে রমজান মাস শুরু হয়ছেে মর্মে তার প্রবল ধারণা হলে তনিরিোজা পালন করবনে।খাবাররে সময়গুলো খয়োল করে অথবা কারাগাররে লোকদরে জজ্ঞিসে করে তনিি সময় নর্ধিারণ করতে পারনে।তনিি যদি সালাত ও সয়িামরেসঠকি সময় জানার জন্য যথাসাধ্য চষ্টো করনে তবে তার ইবাদত সহহি হবে ও এর মাধ্যমে তনিি দায়ত্বিমুক্ত হবনে;যদওি পরবর্তীতে তার কাছপ্রেকাশ পায় য,ে তার ইবাদত যথাসময়ে আদায় হয়ছেে অথবা যথাসময়রে পরে আদায় হয়ছেে অথবা কোন কছিু প্রকাশ না হোক। এর দললি হচ্ছ-ে আল্লাহ তাআলার বাণী:

(286 : البقرة 2] (لَايُكَلِّفُاللَّهُنَفْسًاإِلَّاوُسْعَهَا]

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যরে অতরিক্তি বোঝা চাপান না।”[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]
এবং আল্লাহ তাআলার বাণী:

[لَايُكَلِّفُاللَّهُنَفْساًإِلَّامَاآتَاهَا] [65 الطلاق : 7)

“আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ সামর্থ্য দান করেছেন এর অতিরিক্ত কোনো ভার তিনি তার উপর আরোপ করেন না।”[৬৫ সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব : ৭]

তবে পরে যদি জানতে পারেন যে,তিনি ঈদের দিনগুলোতেরোজাছিলেনতবেসে রোজাগুলোকোযা করা তার উপর ওয়াজিব। কারণঈদের দিনেরেরোজা সহিহ নয়।যদি পরবর্তীততেনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, তিনি সঠিক সময়ের পূর্বে সালাত বা সিয়াম পালন করেছেন তাহলে সে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

আল- মূসূআ আল-ফিক্বহিয়্যাহ (২৮/৮৪-৮৫)গ্রন্থে রয়েছে:

“অধিকাংশ ফকিাহ-গবেষকের মতে, যার কাছে মাসের হিসাবসুস্পষ্ট নয়তিনি রমজানের রোজা পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন না। বরং রোজা পালন তার দায়িত্বফেরজ হিসেবে থাকবে। যেহেতু তার উপর শরয়ি দায়িত্বন্যস্ত এবংতিনি শরয়ি নির্দেশের আওতাভুক্ত।তিনি যদি নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে রমজান মাস নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে রোজা রাখা শুরু করেন এক্ষেত্রে তার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা:

অস্পষ্টতা অব্যাহত থাকা এবং সঠিক সময় তার নিকটপরিষ্কার না হওয়া। তার রোজা কি রমজান মাসে পালিত হয়েছে, নাকি রমজানের আগে পালিত হয়েছে, নাকি পরে পালিত হয়েছে এর কিছুই জানতে না পারা – এ ক্ষেত্রে তার পালিত রোজার মাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে, তাকে পুনরায় রোজা রাখতে হবে না। যেহেতু তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। অতএব, এর চেয়ে বেশি কিছু তার দায়িত্বে বর্তাবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা :

বন্দি ব্যক্তির রোজা রমজান মাসপালিত হওয়া-এই রোজারমাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে।

তৃতীয় অবস্থা :

বন্দি ব্যক্তির রোজা পালন রমজানের পরে পালিত হওয়া- অধিকাংশ ফিক্বাহবিশেষজ্ঞগণেরমতে এই রোজা পালনের মাধ্যমে তার দায়িত্বখালাস হবে।

চতুর্থ অবস্থা:

এর দু'টি দিক হতে পারে:

প্রথম দিক: তার রোজা রমজানের পূর্বে পালিত হওয়া এবং রমজান শুরু হওয়ার আগে তিনি তা জানতে পারা।এক্ষত্রেরেমজান মাস শুরু হলে তাকে রমজানের রোজা পালন করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ নির্ধারিত সময়ে তা পালন করার সামর্থ্য তার রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: তার রোজা রমজানের পূর্বে পালিত হওয়া এবং রমজান শেষ হওয়ার আগে তিনিতা জানতে না পারা।এই রোজা পালন তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা এই ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে-

প্রথম মত: এই রোজা পালন তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং এর কাযাপালন করা তার উপর ওয়াজিব।এটি মালেকী, হাম্বলীমাযহাবের অভিমত এবং শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতও এটি।

দ্বিতীয় মত: এই রোজা পালন রমজানের রোজা হিসেবে তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমনভাবেআরাফাতের দিন নির্ধারণের ব্যাপারে যদি সন্দেহে দোষ দেয়া এবং হজ্জযাত্রীগণআরাফার দিনের পূর্বেইআরাফাতে অবস্থান নেন তবে তাদের হজ্জ শুদ্ধ হবে– এটি শাফেয়িমাযহাবের কিছু কিছু আলেমের অভিমত।

পঞ্চম অবস্থা:

"তারকিছু রোযা রমজান মাসে এবং কিছু রোজা রমজানের পরে পালিত হওয়া।যে রোজাগুলো রমজান মাসেঅথবা রমজানের পরে পালিত হয়েছেসেগুলো তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে রোজাগুলো রমজান মাসেরআগে পালিত হয়েছে সেগুলো তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট জন্য হবে না।" সমাপ্ত

দেখুন- আল-মাজমূ (৩/৭২-৭৩), আল-মুগনী (৩/৯৬)

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।